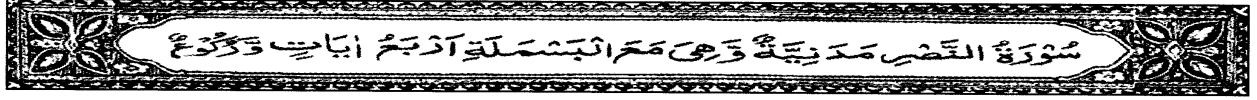


সূরা আন্ নাস্ৰ -১১০ (হিজরতের পরে মক্কায় অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এটা একটি মাদানী সূরা, মদীনাতে হিজরতের বহু পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এটা অন্য অর্থে মক্কী সূরাও বটে। কেননা এটা নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের মাত্র ৭০/৮০ দিন পূর্বে বিদায় হজ্জের সময় পুনরায় মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও সহীহ্ হাদীস থেকে এর অবতরণের এ সময় নির্ধারিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর নবুওয়তের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও এ তারিখের সমর্থক। সম্পূর্ণ সূরারূপে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মাঝে এটাই সর্বশেষ সূরা, যদিও সূরা মায়েদা'র ৪ আয়াতই অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত।

পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছিল, তাদের জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, তাদের উপাস্য ও উপাসনা-পদ্ধতি যেহেতু মু'মিনদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের মোটেই সম্ভাবনা নেই। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবে, আর মুসলমানগণও তাদের নিজেদের কর্মফল ভোগ করবে। এ সূরাতে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তাঁদের জন্য প্রতিশ্রুত বিজয় তো ইতোমধ্যে এসেই গেছে যখন দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। অতএব মুসলমানদের বিশেষ করে বিশ্ব-নবী (সাঃ) এর কর্তব্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণাপূর্বক নব-দীক্ষিতদের নৈতিক ক্রটি-বিচ্যুতি ও মানবীয় দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। কেননা বিপুল সংখ্যক নব-দীক্ষিত যখন দলে দলে কোন নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে যোগদান করে তখন তাদেরকে সার্বিকভাবে শিক্ষিত ও সৎকর্মশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মীর অভাব দেখা দেয়। ফলে দোষ-ক্রটিও তাদের সঙ্গে সমাজে ঢুকে পড়ে।



সূরা আন নাস্র-১১০

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহিসহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিশ্রুত বিজয় যখন আসবে^{৪৫৫}

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ②

৩। এবং তুমি দলে দলে আল্লাহর ধর্মে লোকদের প্রবেশ করতে দেখবে

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَخْرُجُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ③
أَفْوَاجًا ④

৪। তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রসংশাসহ (তাঁর) পবিত্রতা (ও) মহিমা ঘোষণা কর^{৪৫৬} এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা^{৪৫৭} কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ⑤ إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا ⑥

দেখুন : ক. ১৫ঃ৯৯; ২০ঃ১৩১; ৫০ঃ৪০।

৩৪৫৫। ‘প্রতিশ্রুত’ বিজয়। [ফাতাহ্ শব্দের সাথে ‘আল’ যোগ হওয়াতে এখানে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য তফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)।

৩৪৫৬। এখানে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে মুসলমানদেরকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেছেন এবং জনগণ বিপুল সংখ্যায় দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে, সেহেতু তাঁর উচিত হবে কৃতজ্ঞতাভরে এবং প্রশংসাসহ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

৩৪৫৭। রসূলে পাক (সাঃ)কে আল্লাহ তাআলা এখানে উপদেশ দিচ্ছেন, যেহেতু তাঁর হাতে বিজয়ের পতাকা এসে গেছে এবং ইসলাম আরব ভূমিতে এমন প্রাধান্য লাভ করেছে, তাঁর পূর্বের শত্রুরা তাঁর ভক্ত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সেহেতু তাঁর উচিত এ সব নবাগত অনুসারীদের জন্য আল্লাহর সমীপে দোয়া করা, যাতে তাদের পূর্বকৃত শত্রুতামূলক অত্যাচার-অপকর্ম ও পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া যায়। ‘তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ‘কর’, মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশটির এক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে নবদীক্ষিতদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে। এর অন্য তাৎপর্য এ কথার মধ্যে রয়েছে যে নবাগত ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় একসাথে আগমনের ফলে তাদের পূর্বকার ধ্যান-ধারণা, আচরণ-অভ্যাস ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তনপূর্বক ইসলামের রঙে তাদেরকে রঙীন করে তোলার মত দুরূহ কাজ সম্পাদনে বহু ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে মুসলিম সমাজ ও ইসলামকে নিরাপদ রাখার জন্য এ ‘ইস্তিগফার’ এর প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, কুরআনের যে স্থানেই মহানবী (সাঃ) এর বিজয়ের কিংবা বড় রকমের কৃতকার্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁকে ক্ষমা-প্রার্থনা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ দোয়া নবী করীম (সাঃ) এর নিজের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য, অর্থাৎ যখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশাবলী থেকে বিচ্যুতি ঘটায় কারণ দেখা দিবে তখনই যেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঐ বিপদাবলী থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন- এ জন্য মহানবী (সাঃ)কে এ দোয়াটি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এ ক্ষমা-প্রার্থনার মাঝে মহানবী (সাঃ) এর নিজের কোন কাজের সম্পর্ক নেই। কেননা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) সত্য, ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতার বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন (দেখুন টীকা ২৬১২ এবং ২৭৬৫)।